আটোয়ারী মডেল বালক উচ্চ বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল স্থগিত নিয়ে উত্তেজনা

প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি অবরুদ্ধ

প্রতিনিধি, আটোয়ারী (পঞ্চগড়)

পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী মডেল পাইলট বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল স্থগিতকে কেন্দ্র করে বিক্ষুব্ধ শিক্ষকেরা ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিকে প্রায় ১০ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখার খবর পাওয়া গেছে। গত বুধবার (২৫ ডিসেম্বর) উপজেলার আটোয়ারী মডেল পাইলট বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে এ ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হলে, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গত ১৩ অক্টোবর প্রধান শিক্ষক ও একজন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। প্রধান শিক্ষক পদে ২৫ জন ও সহকারী শিক্ষক পদে ২৪ জন আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত বুধবার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। বিকেল ৩টায় লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ এবং বিকেল ৫টায় মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান শিক্ষক পদে ১৩ জন ও সহকারী শিক্ষক পদে ১৭ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। কমিটি লিখিত পরীক্ষার খাতা কেটে ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলসহ সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে আসলে, কমিটির অভিভাবক সদস্য ও পঞ্চগড় সরকারী মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক মো. মজিবর রহমান পরীক্ষায় অনিয়ম হয়েছে মর্মে রেজাল্ট স্থগিত রাখতে বলেন এবং তিনি আরও বলেন, তেঁতুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ফজলুল করিম প্রধান শিক্ষক পদে ও স্থানীয় এক মহিলাকে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দিতে হবে। নইলে রেজাল্ট স্থগিত রাখতে হবে। এ নিয়ে কমিটির অন্যান্য সদস্যরা মেধার নিয়োগ দিতে চাইলে উভয় পক্ষ একে অপরের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। খবর পেয়ে আটোয়ারী থানা পুলিশ ছুটে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ সময় আটোয়ারী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মো. কামরুজ্জামান গোলাপ, রাধানগর ইউপি চেয়ারম্যান মো. আবু তাহের, অ্যাডভোকেট মো. আনিছুর রহমানসহ প্রায় শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এ বিষয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আ. ছাত্তার এ প্রতিনিধিকে বলেন, নিয়োগ পরীক্ষার নিয়ম মোতাবেক সব প্রক্রিয়া প্রায় শেষ। আর অল্প কিছুক্ষণ পরে রেজাল্ট ঘোষণা করা হবে। এমনি সময় নিয়োগ কমিটির অভিভাবক সদস্য ও পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক মো. মজিবর রহমান পরীক্ষায় অনিয়ম হয়েছে মর্মে রেজাল্ট স্থগিত রাখতে বলে কমিটির অন্যদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। তিনি আরও বলেন, মজিবর রহমানের চাচাতো ভাই মো. ফজলুল হককে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দিতে হবে অন্যথায় রেজাল্ট স্থগিত রাখা হবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়ে তিনি চলে যান। এ বিষয় ডিজির প্রতিনিধি ও পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রেখা রানী মোবাইলে বলেন, কমিটি দুইটি ভাগে বিভক্ত। আমাদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলসহ প্রায় সব প্রক্রিয়া শেষের দিকে। কিছুক্ষণ পরে রেজাল্ট ঘোষণা হতো। এমনি সময় নিয়োগ কমিটির অভিভাবক সদস্য ও পঞ্চগড় সরকারী মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক মো. মজিবর রহমান নিয়োগ পরীক্ষার রেজাল্ট স্থগিত রাখতে বলে অন্যান্য কমিটির লোকজনদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন।